তিনটি বুনিয়াদী বিষয়

ছয়টি মূলনীতি

চারটি মৌলিক ধারণা

শায়খ

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব

তিনটি বুনিয়াদী বিষয়

ছয়টি মূলনীতি

চারটি মৌলিক ধারণা

শায়খ

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব

প্রথম সংস্করণ
যুল হিজ্জাহ ১৪৩৮ হিজরি

তিনটি বুনিয়াদী বিষয়

জেনে নিন - আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন - চারটি বিষয় সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

এক. দ্বীনি ইলম: আর তা এমন জ্ঞান যার সাহায্যে দলীল-প্রমাণ সহকারে আল্লাহ, তাঁর নবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানা যায়। দুই. ঐ ইলম অনুযায়ী আমল করা। তিন. ঐ ইলমের দিকে দাওয়াত দেয়া। চার. এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী হচ্ছে,

"কালের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত; তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" [আল-আসর: ১-৩] সূরাটি সম্পর্কে ইমাম শাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য প্রমাণ হিসেবে এ সূরাটি ছাড়া অন্য কিছু নাযিল না করলে এ সূরাটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।" ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সংকলিত সহীহ আল-বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: 'কথা ও কাজের পূর্বে ইলম।' এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা: "কাজেই জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। আর (হে রাসূল) নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" [মুহাম্মাদ: ১৯] সুতরাং কথা ও কাজের পূর্বে ইলমের কথাই আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

জেনে রাখুন - আল্লাহ আপনাকে রহম করুন - প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমার জন্য নিম্নে বর্ণিত তিনটি বিষয়ে জানা এবং তা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব -

প্রথমত: আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে অবহেলার সাথে ফেলে রাখেন নি। তিনি আমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা তাঁর অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে। এর দলিল হচ্ছে:

"নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যেমনিভাবে ফিরাউনের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরাউন রাসূলকে অমান্য করল। তাই আমি তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করলাম।" [আল-মুয্যাম্মিল: ১৫-১৬]

দ্বিতীয়ত: ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকেই তাঁর শরীক হিসেবে মেনে নেন না- তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। এর দলিল: "আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।" [আল-জিন: ১৮]

তৃতীয়ত: যারা রাসূলের অনুসরণ করেন এবং আল্লাহর তাওহীদের বাস্তবায়ন করেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা জায়েজ নয়, তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হলেও। এর দলিল: "তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।" [আল-মুজাদালাহ: ২২]

জেনে রাখুন - আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের দিকে আপনাকে পরিচালিত করুণ - নিশ্চয়ই হানিফিয়্যাহ (সত্যনিষ্ঠতা), মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলকথা হল আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং শুধুমাত্র তাঁরই জন্য আপনার দ্বীনকে খালেস করে নেবেন। আর আল্লাহ সকল মানুষকেই এই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি তিনি বলেন, "আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে।" [আয-যারিয়াত: ৫৬] 'তারা আমারই ইবাদত করবে'-এর অর্থ, তারা আমার তাওহীদ তথা (রবুবিয়াত ও ইবাদতে) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করবে।

আর আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হল তাওহীদ - সর্বপ্রকারের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আর তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ হল শিরক যেমন, আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো প্রতি দোয়া করা। এর দলিল: "এবং তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।" [আন-নিসা: ৩৬]

সুতরাং যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সেই তিনটি মূলনীতি কি যা প্রতিটি মানুষের জানা ওয়াজিব? তার উত্তর হবে, প্রতিটি বান্দার জন্য (১) তার রব, (২) তাঁর দ্বীন এবং (৩) তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা ওয়াজিব।

প্রথম মূলনীতি: বান্দার তার রব সম্পর্কে জানা

যদি প্রশ্ন করা হয়, “আপনার রব কে?” তাহলে উত্তর দিন, আমার রব আল্লাহ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি জীবকে তাঁর বিশেষ নি‘আমত সহকারে লালন পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র মা‘বুদ, তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা‘বুদ নেই। এর দলিল: “সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব।” [আল-ফাতিহা: ১] আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর মাখলুক (সৃষ্ট) এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র।

আর যদি প্রশ্ন করা হয়, “তুমি কিভাবে তোমার রবকে চিনেছ?” তখন তুমি উত্তর দেবেন, তাঁর আয়াত (নিদর্শন) সমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার রবকে চিনেছি)। আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য আর তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে সাত আসমান, সাত জমিন এবং যা কিছু রয়েছে তাদের ভিতরে এবং তাদের মাঝামাঝি স্থানে। এর দলিল: “আর তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ । তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।” [ফুসসিলাত: ৩৭] তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন: “তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।” [আল-আ‘রাফ: ৫৪] আর যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা‘বুদ বা উপাস্য। এর দলিল: “হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।” [আল-বাকারাহ: ২১-২২]

ইবন কাসীর বলেছেন, “যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকারী কেবল তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।”

আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদতগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলাম (পরিপূর্ণভাবে

আত্মসমর্পণ), ঈমান (অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়ন), ইহসান (এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আমরা তাকে দেখছি), الدعاء (আদ-দো'আ) দোয়া, الخوف (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি, الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্ক্ষা, التوكل (আত-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা, الرغبة (আর-রাগবাহ) অনুরাগ, আগ্রহ, الرهبة (আর-রাহবাহ) শঙ্কা, الخشوع (আল-খুশূ') বিনয়-নম্রতা, الخشية (আল-খাশিয়াত) ভীত-সন্ত্রস্ততা, الإنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা, الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য চাওয়া, الاستعاذة (আল-ইস্তে'আযা) আশ্রয় চাওয়া, الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার চাওয়া, الذبح (আয-যাবহ) যবাই করা, النذر (আন-নযর) মানত করা ইত্যাদি। এগুলোসহ আরও যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো ইখলাস সহকারে কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে। এর দলিল: "আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো কাছে দোয়া করো না।" [আল-জিন: ১৮] সুতরাং কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনো একটি কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। এর দলিল: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোন দলীল প্রমাণ নেই, একমাত্র তার প্রতিপালকের কাছেই তার হিসাব হবে, নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।" [আল-মুমিনূন: ১১৭] তাছাড়া হাদিসে এসেছে, "দো'আ হচ্ছে ইবাদতের মাথা"। [তিরমিযী] তাছাড়া এর আরও দলীল হলো, আল্লাহ বলেন: "আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [গাফির: ৬০]

ভয় করা যে ইবাদত তার দলিল: "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" [আলে ইমরান: ১৭৫]

আশা করা যে ইবাদত তার দলিল: "কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে আর তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" [আল-কাহাফ: ১১০]

তাওয়াক্কুল যে ইবাদত তার দলিল: "আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও।" [আল-মায়েদাহ: ২৩] এবং, "আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" [আত-ত্বালাক: ৩]

আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় যে ইবাদত তার দলিল: "তারা

সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।" [আল-আম্বিয়া: ৯০]

ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা যে ইবাদত তার দলিল: "কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর" [আল-বাকারাহ: ১৫০]

নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে তাওবা করা যে ইবাদত তার দলিল: "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও আর তাঁর অনুগত হও।" [আয-যুমার: ৫৪]

সাহায্য প্রার্থনা যে ইবাদত তার দলিল: "(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি।" [আল-ফাতিহা: ৪] আর হাদিসে এসেছে, "যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা চাইবে।" [তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ]

আশ্রয় চাওয়া যে ইবাদত তার দলিল: "বল, আমি মানুষের রব ও মানুষের মালিকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" [আন-নাস: ১,২]

উদ্ধার কামনা করা যে ইবাদত তার দলিল: "স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট [উদ্ধার কামনা করে] সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন"। [আল-আনফাল: ৯]

যবেহ করাও যে ইবাদত তার দলিল: "বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।" [আল-আন'আম: ১৬২-১৬৩] হাদিসে এসেছে, "যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।" [মুসলিম]

মানত পূর্ণ করা যে ইবাদত তার দলিল: "যারা মানত পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।" [আল-ইনসান: ৭]

দ্বিতীয় মূলনীতি: দলিল-প্রমাণ সহকারে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে জানা

ইসলাম হচ্ছে, তাওহীদ সহকারে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য করা এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে বারা' (সম্পর্কচ্ছেদ) করা।

আর দ্বীনের রয়েছে তিনটি ধাপ- ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান, আর প্রতিটি ধাপেই রয়েছে বেশ কিছু রুকন।

প্রথম ধাপ: ইসলাম

ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি: ১) 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল'- এই সাক্ষ্য প্রদান করা। ২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা। ৫) বাইতুল্লাহতে হাজ্জ করা।

প্রথম রুকন: কালেমায়ে শাহাদাত এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে: আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [আলে ইমরান: ১৮] এর অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই।

এর দু'টি দিক রয়েছে, একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, 'কোনোই মা'বুদ নেই' এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, 'আল্লাহ ব্যতীত' এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না।

এ তাওহীদ বা একত্ববাদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা এসেছে আল্লাহর বাণী কুরআনে। যেমন, আল্লাহর বাণী, "আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই হিদায়াত দিবেন।' এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" [আয-যুখরূফ: ২৬-২৮]

অনুরূপ আল্লাহর অপর বাণী, "তুমি বল: হে আহলে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে রব রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল: সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী)।" [আলে ইমরান: ৬৪]

আর 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্যের স্বপক্ষে দলিল হচ্ছে: "তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।" [আত-তাওবাহ: ১২৮] আর 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, ১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করা। ২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। ৩. তিনি যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং ৪. কেবল তাঁর প্রবর্তিত শরীয়ত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা।

আর সালাত, যাকাতের প্রমাণ এবং তাওহীদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন।" [আল-বাইয়্যিনাহ: ৫]

সাওমের দলিল: "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।" [আল-বাকারাহ: ১৮৩]

হাজ্জের দলিল: "তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।" [আলে ইমরান: ৯৭]

দ্বিতীয় ধাপ: ঈমান

ঈমানের সত্তরেরও বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চটি হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দেয়া আর সর্বনিম্নটি হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, লজ্জাশীলতা হল ঈমানের শাখাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

তবে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে ছয়টি: (১) আল্লাহর ওপর ঈমান। (২) ফিরেশতাগণের ওপর ঈমান। (৩) আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান। (৪) রাসূলগণের ওপর ঈমান। (৫) শেষ দিবসের ওপর ঈমান। (৬) তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

এ ছয়টি রুকনের দলীল হচ্ছে: আল্লাহর বাণী, "তোমরা তোমাদের

মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনে।" [আল-বাকারাহ: ১৭৭] আর তাকদীর এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয় আমরা প্রতিটি জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছি।" [আল-ক্বামার: ৪৯]

তৃতীয় ধাপ: ইহসান

ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি - 'আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করা যাতে ইবাদতকারী যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন তা মনে করা, আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে স্মরণ করা যে, নিশ্চয়ই তিনি ইবাদতকারীকে দেখছেন।' ইহসানের দলিল: "নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।" [আন-নাহল: ১২৮], "আর তুমি মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালুর উপর তাওয়াক্কুল কর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।" [আশ-শু'আরা: ২১৭-২২০], "এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান কর না কেন, আর তা সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত কর না কেন এবং তোমরা যে কোনো কর্ম সম্পাদন কর না কেন আমরা সে সবের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি; যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।" [ইউনুস: ৬১]

এ-সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে, জিবরীল 'আলাইহিস সালামের এ সুপ্রসিদ্ধ হাদীস যা 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হন, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তার মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে নি। সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেন: "হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, রমাদানে সাওম সাধনা কর এবং যদি সামর্থ্য থাকে

তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কর।" তিনি (লোকটি) বললেন: "আপনি ঠিক বলেছেন"। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: "আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন"। তিনি (রাসূল) বললেন: "তা হচ্ছে এই- আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।" সে (আগন্তুক) বলল: "আপনি ঠিক বলেছেন"। তারপর বলল: "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন"। তিনি বলেন: "তা হচ্ছে এই- তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন"। সে (আগন্তুক) বলল: "আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন"। তিনি (রাসূল) বললেন: "যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী কিছু জানে না"। সে (আগন্তুক) বলল: "আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুন"।তিনি (রাসূল) বললেন: "তা হচ্ছে এই- দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদে দম্ভ করবে"। তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল) আমাকে বললেন: "হে উমার, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললাম: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন"। তিনি বললেন: "তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।" [বুখারী, মুসলিম]

তৃতীয় মূলনীতি: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা

তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা। তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। হাশিম কুরাইশ বংশোদ্ভূত, কুরাইশ বংশ এসেছে আরব গোষ্ঠী থেকে যারা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাইলের বংশ হতে উদ্ভূত। (তার ওপর এবং আমাদের নবীর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)।

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তেষট্টি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, যার চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এবং তেইশ বছর নবী ও রাসূল হিসেবে।

তাকে “ইক্বরা” (মানে সূরা আলাক) নাযিল করার মাধ্যমে নবী এবং সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মাতৃভূমি ছিল মক্কা আর তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

শিরক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং তাওহীদ প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেন। এর দলিল: “হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ রবের মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাফ রাখ, শিরকের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ প্রভুর (আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর। [আল- মুদ্দাসসির: ১-৭] এখানে “উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক কর” এর অর্থ, শিরকের বিরুদ্ধে সতর্ক কর এবং তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাও। “আর তোমার রবের মহিমা ঘোষণা কর” এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার কর। “আর তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখ” এর অর্থ “আমলসমূহ”কে শিরকের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র রাখ। “আর কদর্যতা বর্জন কর” এর মধ্যে ‘রুজয’ মানে মূর্তি আর ‘হাজর’ এর অর্থ ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং আয়াতের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, মূর্তি পূজা ও পূজকদের ত্যাগ করা, মূর্তি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং পূজকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করা।

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশ বছর ধরে এ তাওহীদের দিকেই মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর তাকে আসমানে মি‘রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। মক্কায় ভূমিতে তিন বছর সালাত আদায় করার পর তাকে মদীনায় হিজরত দেয়া হয়।

হিজরতের অর্থ বিলাদুশ শিরক পরিত্যাগ করে বিলাদুল ইসলামে স্থানান্তরিত হওয়া। এ উম্মতের জন্য বিলাদুশ শিরক থেকে বিলাদুল ইসলামে হিজরত করা ফরয। এ হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকবে। এর দলিল: “নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি যুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে’? তারা বলে, ‘আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম’। ফেরেশতারা বলে, ‘আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে’? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট ঐ জায়গা! তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।” [আন-নিসা: ৯৭-৯৯] এবং “হে আমার বান্দারা! যারা ঈমান এনেছ, আমার জমিন প্রশস্ত,

কাজেই তোমরা একমাত্র আমারই ‘ইবাদত কর।” [আল-‘আনকাবূত: ৫৬]

ইমাম বাগাভী বলেন, “এ আয়াত নাযিল হয়েছে হিজরত না করে মক্কায় রয়ে যাওয়া মুসলিমদের প্রেক্ষিতে, যাদেরকে আল্লাহ তাদের ঈমানদার হিসেবে সম্বোধন করেছেন।”

হিজরতের সমর্থনে হাদীস থেকে দলিল: “তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দরজাও বন্ধ হবে না।” [আবু দাউদ]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থান কালে ইসলামী শরীয়ার অন্যান্য আদেশগুলো প্রাপ্ত হন, যেমন যাকাত, সাওম, হজ, আযান, জিহাদ, ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি ইসলামী শরী‘আতের বিধানসমূহ।

হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি মারা যান (আল্লাহর যাবতীয় সালাত ও সালাম তার ওপর বর্ষিত হোক)। তার প্রচারিত দ্বীন টিকে থাকে, আর এখনও যে দ্বীন রয়েছে সেটা তারই। এমন কোন সৎকর্ম নেই যার সম্পর্কে তিনি তার উম্মতকে অবহিত করেন নি আর এমন কোন অপকর্ম নেই যার সম্পর্কে তিনি তাদেরকে সতর্ক করেন নি। সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ এবং সেসব কিছু যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু যা থেকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন তা’ হচ্ছে শিরক এবং এমন সব কাজ যা আল্লাহ অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করেন।

আল্লাহ নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সমস্ত মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সকল জিন ও মানুষের জন্য তার আনুগত্য ফরয করেছেন। এর দলিল: “বল (হে নবী) হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।” [আল-আ‘রাফ: ১৫৮]

আল্লাহ তার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন। এর দলিল: “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।” [আল-মায়েদাহ: ৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মারা গেছেন তার দলিল: “(হে মুহাম্মাদ) তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাদানুবাদ করবে।” [আয-যুমার: ৩০-৩১]

আর মানুষের মৃত্যুর পর (কিয়ামতের দিন) পুনরুত্থানের দলিল: “মাটি

থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব।” [ত্বা-হা: ৫৫] এবং “আল্লাহ তোমাদের জমিন হতে উদ্ভূত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।” [নূহ: ১৭-১৮]

আর পুনরুত্থানের পর তাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এর দলিল: “আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।” [আন-নাজম: ৩১]

আর যারা পুনরুত্থান দিবসে অবিশ্বাস করে, তারা কাফির। এর দলিল: “কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, ‘হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।” [আত-তাগাবুন: ৭]

আল্লাহ তা‘আলা সব রাসূলদের প্রেরণ করেছেন [জান্নাতের] সুসংবাদবাহী আর [জাহান্নাম থেকে] সতর্ককারী হিসেবে। এর দলিল: “আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে।” [আন-নিসা: ১৬৫]

রাসূলদের মধ্যে নূহ ‘আলাইহিস সালাম প্রথম আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ। নূহ ‘আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম রাসূল হবার দলিল: “নিশ্চয় আমরা ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি”। [আন-নিসা: ১৬৩]

নূহ ‘আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই তাদের উম্মতদের নির্দেশ দিতেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাগূতের ইবাদত থেকে বিরত থাকতে। এর দলিল: “আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।” [আন-নাহাল: ৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত বান্দার ওপর কুফর বিত তাগূত এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “তাগূত” বলতে এমন

কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; হতে পারে তা কোনো উপাস্য অথবা অনুসৃত ব্যক্তি অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা। বস্তুত তাগূতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:

(১) ইবলিস শয়তান।
(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত।
(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়।
(৪) যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে।

কুফর বিত তাগূত এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের দলীল: "দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আল-বাকারাহ: ২৫৬] এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ ও তাৎপর্য।

আর হাদিসে এসেছে, "দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত, আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জিহাদ।" [তিরমিযী] আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার এবং তার সাহাবাগণের প্রতি।

ছয়টি মূলনীতি

আল্লাহ, আল মালিকুল ঘাল্লাব, তাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল সর্বসাধারণের জন্য তাঁর ব্যাখ্যাকৃত ছয় উসুল (মূলনীতি)। এই উসুল অনেকের ধারণার চেয়েও সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বহু আদম সন্তান এ ব্যাপারগুলোতে ভুল করে বসেন!

প্রথম মূলনীতি:

আল্লাহর দ্বীনের জন্য ইখলাস পোষণ করা এবং তাঁর সাথে কোন শরীক আরোপ না করা। আর এর বিপরীত হল আল্লাহর সাথে শিরক করা। কোরআনের বেশীরভাগ জায়গাতে এই ব্যাপারটা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে, এর ব্যাখ্যায় এমন বাক্যমালা ব্যাবহার করা হয়েছে যা সর্বসাধারণের সবচেয়ে কম বুঝদার জনও বুঝবেন।

পরবর্তীকালে উম্মাহতে যা ঘটার কথা ছিল তাই ঘটল, শয়তান ইখলাসকে উপস্থাপন করল সালিহিনের (সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ) অবমাননা ও তাদের অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে! একই ভাবে আল্লাহর সাথে শিরককে উপস্থাপন করল সালিহিনদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের অনুসরণ হিসেবে!

দ্বিতীয় মূলনীতি:

আল্লাহ আমাদের দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে এমন ভাবেই ব্যাপারটা আল্লাহ পরিষ্কার করেছেন এবং তিনি আমাদের পূর্ববর্তীদের মত বিভক্ত ও ভিন্নমতাবলম্বী হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি মুসলিমদের দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই ব্যাপারে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। এই ব্যাপারে সুন্নাহতেও ব্যাপক জোর দেয়া হয়েছে।

অতঃপর, এই ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দ্বীনের মৌলিক ও প্রান্তীয় বিষয়ে মতদ্বৈধতাকে ইলম ও দ্বীনকে ভাল বুজতে পারা হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়! অন্যদিকে দ্বীনের ব্যাপারে একমত কেবল জিন্দিক বা উন্মাদ ব্যক্তিই হতে পারে, ব্যাপারটা এমনই হয়ে গেছে!

তৃতীয় মূলনীতি:

একতার পরিপূর্ণতার অংশ হল মনোনীত নেতৃত্বের আনুগত্য, সে নেতা হাবাশী দাস হলেও, তাই আল্লাহ ব্যাপারটি শরীয়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাঁর কদরের মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন।কিন্তু পরবর্তীতে এই নীতিটি বেশীরভাগ ইলমের দাবীদারদের কাছে অচেনা হয়ে গেছে! আর এই নীতি বাস্তবায়নের তো প্রশ্নেরই ঊর্ধ্বে!

চতুর্থ মূলনীতি:

এটি ইলম ও উলামা এবং ফিকহ ও ফুকাহার এবং তাদের মত যারা আছে ব্যাপারে একটি বিবরণ। আল্লাহ এই নীতিটি সূরা বাকারার শুরুতে পরিষ্কার করে দিয়েছেন: "হে বনী ইসরাইল, তোমাদের প্রতি করা অনুগ্রহ স্মরণ কর" [আল-বাকারাহ: ৪০] থেকে শুরু করে ইব্রাহিমকে (আলাইহিস সালাম) উল্লেখ করে আয়াতটির শেষ পর্যন্ত। এছাড়া বিভিন্ন হাদিসে বহু স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থ হীন বক্তব্যের মাধ্যমে এই ব্যাপারটি উপরন্তু ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা সর্বসাধারণের সবচেয়ে কম বুঝদার জনের কাছেও পরিষ্কার।

অতঃপর, এটি হয়ে গেছে সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়! ইলম ও ফিকহ বিবেচিত হয়েছে বিদআতি ও গোমরাহি হিসেবে! তাদের সেরা জন [যারা এ ব্যাপারে বিচ্যুত হয়েছে] হককে বাতিলের সাথে মিশিয়েছে, ইলম, যার প্রশংসা আল্লাহ করেছেন এবং [যার আহরণ] মানব জাতীর উপর ওয়াজিব করেছেন তা হয়ে গেছে জিন্দিক বা উন্মাদের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে যে সেই ইলমকে নিন্দা করে, এর বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করে, এ ব্যাপারে কিতাবাদি রচনা নিষেধ করে এবং এর বিরুদ্ধে মানুষকে সাবধান করে তাকে আলিম ও ফকিহ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

পঞ্চম মূলনীতি:

এটি আল্লাহর আউলিয়াদের (মিত্র) এবং তাদের ও মুনাফিকিন আর অপরাধী আল্লাহর শত্রুদের মধ্যকার তাঁর পার্থক্যকরন সম্পর্কে বিবরণ। এই ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতই যথেষ্ট যেখানে আল্লাহ বলেন "[হে মুহাম্মাদ] বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন'।" [আলে ইমরান: ৩১], একই ভাবে সূরা আল-মায়েদার আরেক আয়াতে তিনি বলেন, "হে

মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কাওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে।" [আল-মায়দাহ: ৫৪] এবং সূরা ইউনুসে তিনি বলেন "জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে।" [ইউনুস: ৬২-৬৩]

অতঃপর এই ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে যারা ইলমের দাবীদার এবং যারা লোকদের পথ-প্রদর্শন ও শরীয়াহ সংরক্ষণ করার দাবীদার, তাদের বেশীরভাগদের মতে আউলিয়াদের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হবে রাসূলদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা এবং যারা তাদের অনুসরণ করেন তারা আউলিয়া নন! আর [তাদের দাবী অনুযায়ী] একইভাবে তাদের ঈমান ও তাকওয়া বর্জন করতে হবে, যদি কারো ঈমান ও তাকওয়ার প্রতি কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে তিনি আউলিয়াদের একজন হতে পারবেন না! হে আমাদের রব, আমরা আপনার ক্ষমা ও মঙ্গল জন্য দোয়া করি।

ষষ্ঠ মূলনীতি:

এটি কোরআনও সুন্নাহের অনুসরণের স্থলে বিভিন্নমুখী বহু মতামত ও প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে শয়তানের তৈরি সন্দেহ নিরসন বিষয়ক। এই সন্দেহটি হল কোরআন ও সুন্নাহ কেবল পরিপূর্ণ মুজতাহিদই বুঝতে পারেন! আর মুজতাহিদ হতে এই বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই শর্ত পূরণ করতে হবে – এমনকি এরকম কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আবু বকর ও উমারের মধ্যেও বর্তমান ছিল না! আর [এ দাবী মতে] কোন ব্যক্তি এই শর্তগুলো পূরণ না করতে পারলে তাকে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে এবং এটা অবশ্যকরণীয় যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা অস্পষ্টতা নেই। আর যারা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে হিদায়াত নিতে চায় হয় সে কোন জিন্দিক, নতুবা সে কোন উন্মাদ কারণ কোরআন ও সুন্নাহ বোঝা খুবই কঠিন!

অতঃপর গৌরব এবং মর্যাদা আল্লাহ জন্যই। তিনি কত বিষদ ভাবে বর্ণনা করেছেন – তাঁর শরীয়াহ, কদর, সৃষ্ট জগত এবং তাঁর নির্দেশনার মাধ্যমে – তিনি এই ঘৃণ্য সন্দেহগুলোকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে এত ভাবে নিরসন করেছেন তা সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক জ্ঞানে পরিণত হয়েছে, তার পরেও বেশীরভাগ লোকজনই তা জানে না। "তাদের অধিকাংশের উপর (তাদের অন্তঃকরণে সীল লাগিয়ে দেয়ার) বাণী অবধারিত হয়ে

গেছে, কাজেই তারা ঈমান আনবে না। আমি তাদের গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি আর তা থুতনি পর্যন্ত, কাজেই তারা মাথা খাড়া করে রেখেছে। তাদের সামনে আমি একটা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, আর পেছনে একটা প্রাচীর, উপরন্তু তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; কাজেই তারা দেখতে পায় না। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর আর না কর, তাদের কাছে দু'টোই সমান, তারা ঈমান আনবে না। তুমি তো সতর্ক কেবল তাকেই করতে পার যে লোক উপদেশ মেনে চলে আর দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখেও ভয় করে। অতঃপর এদেরকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।" [ইয়াসিন: ৭-১১]

এর সমাপ্তি এখানেই, ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, অবারিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবার উপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

চারটি মৌলিক ধারণা

আরশে আযীমের রব মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেন, আপনাকে বরকতময় করেন আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদেরকে কিছু প্রদান করা হলে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, পরীক্ষায় পড়লে ধৈর্য ধারণ করে এবং গুনাহ করলে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে। কারণ এ তিনটি বিষয় হচ্ছে সৌভাগ্যের প্রতীক।

জেনে রাখুন - আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের দিকে আপনাকে পরিচালিত করুণ - নিশ্চয়ই হানিফিয়্যাহ (সত্যনিষ্ঠতা), মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলকথা হল আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং শুধুমাত্র তাঁরই জন্য আপনার দ্বীনকে খালেস করে নেবেন। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তো জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [আয-যারিয়াত: ৫৬]

অতঃপর যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন এটাও জেনে নিন যে, তাওহীদ ব্যতীত কোন ইবাদতই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না, যেমন পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাতই সালাত হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং ইবাদতে শিরক প্রবেশ করলে তা তেমনি নষ্ট হয়ে যায় যেমনিভাবে নাযাস পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে।

অতঃপর যখন জানলেন যে, যখন ইবাদতে শিরকের সংমিশ্রণ হয় তখন শিরক সেই ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়, যাবতীয় আমল ধ্বংস করে দেয় এবং শিরককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন আপনি বুঝতে পারলেন যে, এ বিষয়টির জানাই হচ্ছে আপনার জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আল্লাহ আপনাকে তাঁর সাথে শিরক বা অংশীদার স্থাপনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন।" [আন-নিসা: ৪৮]

আল্লাহ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত চারটি মূলনীতি জানার মাধ্যমে তা (অর্থাৎ শিরকের বেড়াজাল থেকে মুক্তি) সম্ভব হবে।

প্রথম নীতি:

জেনে রাখুন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী কাফিররা স্বীকার করত যে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর পরিচালক। তবুও এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায় নি।

এর দলিল: “তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘আকাশ আর জমিন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ?’ তারা বলে উঠবে, “আল্লাহ”। তাহলে তাদেরকে বল, ‘তবুও তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’ ” [ইউনুস: ৩১]

দ্বিতীয় নীতি:

আরবের মুশরিকরা বলত: আমরা তো কেবল (আল্লাহর) নৈকট্য এবং শাফা‘আত (সুপারিশ) পাওয়ার আশায় তাদেরকে কাছে কাছে দোয়া করি (বা তাদেরকে ডাকি) এবং তাদের শরণাপন্ন হই।

নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় তাদের দোয়া ও শরণাপন্ন হবার দলিল: “আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, ‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ‘ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।’ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।” [আয-যুমার:৩]

শাফা‘আত প্রত্যাশায় তাদের দোয়া ও শরণাপন্ন হবার দলিল: “আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, ‘এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী’।” [ইউনুস:১৮] সুপারিশ বা শাফা‘আত দুই ভাগে বিভক্ত: অবৈধ শাফা’আত এবং বৈধ ও স্বীকৃত শাফা’আত।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো করার ক্ষমতা নেই এমন কিছু যখন অন্যের কাছে চাওয়া হয় তখন তা অবৈধ শাফা’আত হিসেবে গণ্য হয়, এর দলিল: “হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং শাফা’আত কাজে আসবে না। বস্তুত: কাফিররাই জালিম।” [আল-বাকারাহ: ২৫৪]

এদিকে বৈধ ও স্বীকৃত শাফা’আত হচ্ছে, সেই শাফা’আত যা কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ নিজ থেকে শাফা’আত করতে পারেন না, আসলে শাফা’আতকারীকে এর অনুমতি দানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয় এবং তিনি কেবল তাদের জন্য শাফা’আত বা সুপারিশ করতে পারবেন যাদের কথা ও কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর তাও সংঘটিত হবে আল্লাহ অনুমতি দেবার পরে। যেমনটি আল্লাহ তাআ’লা

বলেন: “কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট শাফা’আত (সুপারিশ) করতে পারে?” [আল-বাকারাহ: ২৫৫]

তৃতীয় নীতি:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠানো হয় এমন লোকদের মাঝে যারা বিভিন্ন সত্তার ইবাদত করত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফেরেশতার ইবাদত করত, কেউ কেউ নবী ও সালিহ (সৎ কর্মশীল) ব্যক্তিদের ইবাদত করত, কেউ কেউ গাছ-পালা ও পাথরের ইবাদত করত আবার কেউ কেউ চন্দ্র-সূর্যের ইবাদত করতো। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য না করে এদের সবার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেন। এর দলিল: “তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” [আল-আনফাল: ৩৯]

তাদের চন্দ্র-সূর্যের প্রতি ইবাদতের দলিল: “তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত কর।” [ফুসসিলাত: ৩৭]

তাদের ফেরেশতাদের প্রতি ইবাদতের দলিল: “আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব রূপে গ্রহণ কর।” [আলে ইমরান: ৮০]

তাদের নবীগণের প্রতি ইবাদতের দলিল: “আর যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে: তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদত কর? ঈসা নিবেদন করবে: আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।” [আল-মায়েদাহ: ১১৬]

তাদের সালেহিনের (নেককার বান্দাগণ) প্রতি ইবাদতের দলিল: “তারা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নিকট পৌঁছার পথ অনুসন্ধান করে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হতে পারবে, আর তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয় করার মতই।” [আল-ইসরা: ৫৭]

তাদের গাছপালা ও পাথরের প্রতি ইবাদতের দলিল: "তোমরা আমাকে জানাও লাত' ও 'উযযা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?" [আন-নাজম: ১৯-২০]

অনুরূপভাবে আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসও এর প্রমাণ, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম, আমরা তখন নূতন মুসলিম ছিলাম। সেকালে মুশরিকদের একটি সিদরাহ-বৃক্ষ ছিল, যার পার্শ্বে তারা অবস্থান করতো এবং তাতে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। ওটাকে বলা হত 'যাতু আনওয়াত' (বরকতের গাছ)। আমরা এই ধরনের এক সিদরাহ-গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা রাসূলুল্লাহকে বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ, আমাদের জন্যও একটি যাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের রয়েছে যাতু আনওয়াত।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'যার হাতে আমার নফস তাঁর কসম, তোমাদের কথা মূসার উম্মতের কথার মত যারা তাকে বলেছিল, "তাদের যেমন ইলাহ রয়েছে আমাদের জন্য তেমনি ইলাহ বানিয়ে দিন, তিনি উত্তরে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা জাহিলিয়াতের মত আচরণ করছ।" [তিরমিযী]

চতুর্থ নীতি:

আমাদের জামানার মুশরিকদের শিরক আগের যুগের মুশরিকদের থেকে ভয়ানক। কারণ আগের লোকেরা সুখ-সচ্ছলতার সময় শিরক করতো আর দুঃখের সময় ইখলাস অবলম্বন করত (মানে, একান্তভাবে সাথে আল্লাহ দ্বীনে ফিরে আসত)। কিন্তু আমাদের যুগের মুশরিকরা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে শিরক করে।

এ বিষয়ে দলীল হলো: "তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শিরকে লিপ্ত হয়।" [আল-আনকাবূত: ৬৫]

এখানেই শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল-ওয়াহহাব এর কথার সমাপ্তি, আল্লাহ তার উপর রহম করুন এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।